গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ২৬ ফেব্রুয়ারি - ৪ মার্চ ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

দিশা রবিকে গ্রেপ্তার গণতন্ত্রের উপর নগ্ন আক্রমণ

প্রভাস ঘোষ

দিল্লির কৃষক আন্দোলন সমর্থন করায় পরিবেশকর্মী দিশা রবিকে দিল্লি পুলিশ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। এর তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা গণতান্ত্রিক রীতির চরম লঙ্ঘন। তিনি বলেন, কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যে বেঁচে থাকা প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানো। অথচ সরকার নগ্নভাবে কর্পোরেট হাঙরদের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষক আন্দোলনের সমর্থকদের দেশদ্রোহী হিসাবে দেগে দিচ্ছে। পুলিশের এই জঘন্য ভূমিকা এবং আন্দোলনের প্রতি সহমর্মী সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে সাইবার আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তা গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির উপর নগ্ন আক্রমণ। সরকারের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে এবং যে কৃষকরা সংকল্প নিয়েছেন আইন বাতিল না করে ফিরবেন না, তাঁদের পাশে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

নিন্দা এআইএমএসএস-এর

১৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে এআইএমএসএস-এর সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছবি মহান্তি সমাজকর্মী দিশা রবির গ্রেপ্তারির নিন্দা করে বলেন, গণআন্দোলনের তীব্রতায় ভীত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

জনগণের সম্পদ জনগণকেই বেচে মালিক সরকার তারই চৌকিদার

জ্বালানি তেল - রান্নার গ্যাস

তেলের দাম ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রাজস্থানে ও মধ্যপ্রদেশে পেট্রল লিটারে ১০০ টাকা ছাড়িয়েছে। এই লেখা তৈরির সময় কলকাতায় লিটার-পিছু পেট্রলের দাম হয়েছে ৯১.৭৬ টাকা, ডিজেল ৮৪.৫৬ টাকা। এবারের বাজেটে কিছু পণ্যের উপর কৃষি-পরিকাঠামো উন্নয়ন সেস চাপিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, যার মধ্যে দুটি হল পেট্রল ও ডিজেল। এই দুই পণ্যে সেস বসেছে লিটারে যথাক্রমে ২.৫ টাকা এবং ৪ টাকা। কৃষি সেসের হাত ধরে বাড়তি ৩০ হাজার কোটি টাকা আসবে কেন্দ্রের ঘরে। তেলের উপর কেন্দ্রীয় ট্যাক্স তার মূল দামের প্রায় সমান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স বাবদ কলকাতাবাসীদের লিটারপ্রতি পেট্রলে ৪৯ টাকা ও ডিজেলে ৪২ টাকা গুনতে হচ্ছে। গত আড়াই মাস রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডারে ১৭৫ টাকা বেড়ে ৮০০ টাকা ছুঁতে চললেও ভর্তুকি প্রায় তুলেই দিয়েছে সরকার।

হিসাব বলছে, পেট্রল-ডিজেলের ওপর অস্বাভাবিক হারে শুল্ক ও সেস চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক'বছরে লুটে নিয়েছে ২৪ লক্ষ কোটি টাকা। উৎপাদন শুল্ক ও ভ্যাট ধরলে পেট্রোপণ্যের দামের তিনভাগের দু'ভাগই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ট্যাক্স। মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়ার অজুহাতে সরকার যদি দেশের বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ায়, তা হলে যখন অশোধিত তেলের দাম একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন সেই অনুপাতে দাম কমানো হয়নি কেন? তা যদি করা হত, তা হলে অশোধিত তেলের দাম কিছুটা বাড়লেও এখন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পরিবর্তে খানিকটা হলেও কম থাকত। হিসাব বলছে, বাড়তি শুল্ক যদি সরকার তুলে নেয়, তা হলে ঠিক এই

দুয়ের পাতায় দেখুন

রেল রোকো ভাঙতে পুলিশি হামলা

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দেশজোড়া রেল রোকো কর্মসূচিতে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভকারীদের ওপর বিজেপি সরকারের পুলিশের হামলা। ১৮ ফেব্রুয়ারি

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি দেখলেই বোঝা যায় কেমন 'সোনার বাংলা' তারা গড়তে পারে

রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বিজেপি নেতারা নাকি সোনার বাংলা গড়ে দেবেন! তাহলে দেখা যাক, তারা যে সমস্ত রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন সেগুলিকে কেমন 'সোনায়' মুড়ে দিয়েছেন।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির অবস্থা কী? বিজেপি সরাসরি রাজ্য সরকারে আছে বারোটি রাজ্যে, যার একটি গুজরাট। বিজেপির বহুল প্রচারিত 'গুজরাট মডেলে'র হাল কী ? বর্তমানে গুজরাটে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ জন নারী ধর্ষিতা হন। আহমেদাবাদের নাম হয়ে গেছে ধর্ষণের রাজধানী। সেখানে গত দু'বছরে ৫৪০টি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সুরাট, রাজকোট, বানাসকাথাও পিছিয়ে নেই (আহমেদাবাদ মিরর, ১২ মার্চ, ২০২০)। গুজরাটে বেকারির হার বেড়েছে ১২ শতাংশ (সিএমআইই-র রিপোর্ট, এপ্রিল ২০২০)। গুজরাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (জিআইডিসি)-র অন্তর্ভুক্ত দু'হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। গুজরাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বলেছেন, বছর বছর কত কারখানা বন্ধ হচ্ছে তার সঠিক তথ্য পর্যন্ত নেই সরকারি দপ্তরে। রাজ্যের দুর্নীতি দমন বিভাগ গত বছরেই শুধু ২৭ জন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দাখিল করেছে। শুধু চুনোপুঁটিরাই নয়, অনেক রাঘববোয়ালও দুর্নীতিতে যুক্ত রয়েছে। আহমেদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি জায়গায় অনেক বৃহৎ সংস্থা বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে, দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাজেটে সবচেয়ে কম বরাদ্দ

তিনের পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে কর্মীরা আন্দোলনে

১৫-১৬ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিলগ্নিকরণের যে ঘোষণা হয়েছে তাতে প্রথম পদক্ষেপে রাষ্ট্রায়ত্ত দু'টি ব্যাঙ্ক এবং একটি বিমা সংস্থাকে বেসরকারিকরণের প্রস্তাব রয়েছে। প্রথমে বেছে নেওয়া হয়েছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদাকে। তবে এ নিয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হবে ভেবে পরে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক এবং সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া— এই চারটি ব্যাঙ্কের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে দুটি ব্যাঙ্ক বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এজন্য তারা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এবং বিমা আইনগুলির

দুয়ের পাতায় দেখুন

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ককর্মীরা আন্দোলনে

একের পাতার পর

পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এতে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের সমস্ত বাধা দূর করতে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি ১৯৭০ এবং ১৯৮০ নামের দুটি আইন সংশোধন এবং বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ৪৯ থেকে ৭৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

উদার অর্থনীতির আদলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত নরসিঙঘম কমিটির সুপারিশ কার্যকর করতে গিয়ে ইতিমধ্যে সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭ থেকে ১২তে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই কমিটি দু'বার তাদের সুপারিশ রেখেছিল। প্রথমবার ১৯৯১ সালে কংগ্রেস রাজত্বে এবং পরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। এই সরকারের শরিক ছিল সিপিএম ও তার সহযোগী বামপন্থীরাও। এই সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু শাখার অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। নতুন নিয়োগ বন্ধ হয়েছে। গ্রাহক এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা সমস্যায় পড়েছেন। বলা হচ্ছে, ব্যাঙ্কগুলির শক্তিবৃদ্ধি করতেই এই সংযুক্তিকরণ। এরপরও ব্যাঙ্কগুলির শক্তিক্ষয় অব্যাহত। অনাদায়ী ঋণ বাড়তে বাড়তে প্রতিটি ব্যাঙ্কেই যে অনুৎপাদক সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তার চাপে ব্যাঙ্কশিল্প সঙ্কটাপন্ন। ২০১৮ সালের ৩১ মার্চের হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে অনুৎপাদক সম্পদ ছিল ১০ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এতদিনে তা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে অনাদায়ী ঋণ আদায়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে 'ওয়ান টাইম সেটলমেন্ট' (ওটিএস), ঋণের পুনর্গঠন বা অনুরূপ অন্য উপায়ে ঋণ মকুব এবং সর্বোপরি এনপিএ 'রাইট অফ' করে ইচ্ছাকৃত ঋণ শোধ না করা বৃহৎ ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের ঋণ মকুব করে সমস্যা মেটানোর নামে ব্যাঙ্কগুলিকে লোকসানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে অর্থমন্ত্রকের প্রতিনিধি লোকসভায় জানান, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এবং বাছাই কিছু অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকার প্রতারণার শিকার হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি যদিও লড়াই করে টিকে আছে সেখানে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি একের পর এক মুখ থুবড়ে পড়ছে, আর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকেই এসব ব্যাঙ্কগুলির বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। গত এক বছরেই পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ক, কারাড জনতা সহকারী ব্যাঙ্কের মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা সঙ্কটজনক। এর মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেষোক্ত ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোটা অঙ্কের মূলধনের টাকা (৭,২৫০কোটি টাকা) জোগান দিয়ে ইয়েস ব্যাঙ্ককে বাঁচাচ্ছে। বেসরকারি লক্ষ্মীবিলাস ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে তাকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে সিঙ্গাপুরের ডি বি এস ব্যাঙ্কের সাথে। চোখের সামনে এত সব দেখার পরও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে বেসরকারিকরণের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত। কেন? মোদি সরকারের ব্যাখ্যা, এর ফলে আগামী দিনে আরও বেশি করে বিদেশি ব্যাঙ্কের আগমন দেশের অর্থব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।

সম্প্রতি আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিশেষ আভ্যন্তরীণ কমিটি 'ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট-১৯৪৯'-এ কয়েকটি সংশোধনের যে সুপারিশ করেছে, তা প্রকাশ্যে এসেছে। এই সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি দেওয়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন এবং প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর বিরল আচার্য সংশ্লিষ্ট সব মহলকে এ নিয়ে সতর্ক করেছেন, এর বিপদের দিক ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! এই সঙ্কটের পিছনে মূলত দায়ী এ দেশের ধনকুবের গোষ্ঠী। ভারতবর্ষের পুঁজি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংহতি ও উন্নতির জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আশানুরূপ না হওয়ায় একসময় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেছিল তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার। তা ছিল তদানীন্তন পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে। কিন্তু বর্তমানে এদেশের পুঁজি বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অংশ হিসাবে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। বিশ্ববাজারে তাদের স্থান আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পুঁজিপতিরা যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ সেখানে তাদের প্রয়োজন ভারতবর্ষের সকল পুঁজি সঞ্চয়কারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। আবার এই প্রয়োজনেই তারা বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরও এ দেশের বাজারে ঢোকার সুযোগ করে দিতে বাধ্য। সে কারণেই এবারের বাজেটে বর্তমানে বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ৪৯ থেকে ৭৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণের প্রস্তাব। নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই ধাপে ধাপে এ কাজ চলছে। আন্দোলনের চাপে একাজ তারা দ্রুততার সাথে করতে পারেনি যা মোদি সরকার দ্রুত রূপায়ণ করতে বদ্ধপরিকর। বর্তমানে ব্যাঙ্কে যে বিশাল লোকসান তা সৃষ্টির পিছনে মূলত দায়ী এ দেশের ধনকুবেরের গোষ্ঠী। এদের আড়াল করতে কর্তৃপক্ষ এদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করছে না। ব্যাঙ্ক বেসরকারি হলে এই গোষ্ঠীই হবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মালিক। এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে ব্যাঙ্কের বিশাল পরিমাণ আমানত। আমানতের উপর ধনকুবেরদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হলে গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। নিরাপত্তা থাকবে না কর্মচারীদের চাকরিরও।

এই পরিস্থিতিতে সরকারের এই কর্মসূচিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকেরা। বেসরকারিকরণ প্রতিহত করতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ৯টি ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ আগামী ১৫ এবং ১৬ মার্চ দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকেও এই দু'দিন ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়েছে। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল বলেন, 'দু'দিনের ধর্মঘটের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান না হলে আমাদের লাগাতার আন্দোলনের দিকে যেতে হবে।' প্রতিরোধ আন্দোলনের একটি ধাপ হিসাবে এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য তিনি সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আবেদন জানিয়েছেন, বেসরকারিকরণ প্রতিরোধে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে আরও বৃহত্তর এবং লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার।

ভ্রম সংশোধন ঃ গণদাবীর গত সংখ্যায় ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সংক্রান্ত সংবাদটিতে ধর্মঘটের তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে। ধর্মঘট হবে ১৫-১৬ মার্চ। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

জীবনাবসান

নদীয়া জেলায় দলের হরিণঘাটা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড সুপ্রভা সরকার দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ জানুয়ারি নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পতিত পাবন মণ্ডল, প্রবীণ কমরেড কমল মুন্সী সহ দলের বহু কর্মী-সমর্থক তাঁর বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আটের দশকের প্রথম দিকে কমরেড সুপ্রভা সরকার দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ইংরেজি তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি হরিণঘাটা অঞ্চলে জনগণকে সংগঠিত করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি নদীয়া জেলার এআইএমএসএস-এর সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনের সময় তিনি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও উত্তর ২৪ পরগণায় দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। মাতৃসুলভ মিষ্ট স্বভাবের দ্বারা তিনি সকলকে আকৃষ্ট করতেন। ৩১ জানুয়ারি দীঘলগ্রামে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল প্রয়াত কমরেডের বিপ্লবী স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকবার্তা পাঠান, স্মরণসভায় তা পাঠ করা হয়। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস তাঁর সংগ্রামী জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হরিণঘাটায় দলের কাজ যখন শুরু হয় তখন প্রয়াত এই কমরেডের বাড়ি ছিল রাজ্য ও জেলা নেতা-কর্মীদের ওঠা-বসার জায়গা। তিনি পরিবারের কাজ সামলে হাসিমুখে দলের দায়িত্ব পালন করেছেন, নেতা-কর্মীরা যখনই গেছেন তাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড প্রভাত সরকার, পুত্র রূপম সরকার ও প্রবীণ স্থানীয় নেতা কমরেড কমল মুন্সী।

কমরেড সুপ্রভা সরকার লাল সেলাম

সরকার মালিকেরই চৌকিদার

একের পাতার পর

সময়ে পেট্রল-ডিজেলের দাম নেমে গিয়ে দাঁড়াবে লিটার পিছু যথাক্রমে ৬০.৪২ টাকা ও ৪৬.০১ টাকা। অর্থাৎ সরকারি ট্যাক্স না চাপলে এখন দেশের মানুষ ২০১৪ সালের চেয়েও কম দামে পেট্রল-ডিজেল পেতে পারে। এতে দাম কমতে পারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। একটু হলেও সুসহ হতে পারে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা।

ট্যাক্স না চাপালে, ট্যাক্স না বাড়ালে দেশ চলবে কী করে? দেশ চালানোর জন্য কিছু ট্যাক্স অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই ট্যাক্স আদায়ে কোথায় জোর দেওয়া উচিত? সরকার জনস্বার্থবাহী হলে সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্স কম করে, পুঁজিপতিদের উপর ট্যাক্স বাড়াবে। কিন্তু এদেশে নানা সময়ে শাসন ক্ষমতায় থাকা বিজেপি বা কংগ্রেসের ইতিহাস কী? তারা ক্ষমতায় থেকে পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিয়েছে, বিপরীতে জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বাড়িয়েছে। আবার এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, ট্যাক্স আদায় হলেই তার সবটা দেশের স্বার্থে খরচ হয়। তেল কোম্পানিগুলি লাভ করছে বিপুল। রিলায়েন্স কোম্পানি সম্প্রতি জানিয়েছে তেল-গ্যাস থেকেই তাদের মুনাফা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাধারণ মানুষ যখন নিঃস্ব হয়েছে, একচেটিয়া ধনকুবেররা ক্রমাগত এই ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই লুঠেরাদের হয়ে চৌকিদারির দায়িত্ব নিয়েছে। ১২ মে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে করোনা মহামারির ক্ষতিপূরণ করা হবে। কিন্তু সরকার কৌশলে ২৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করে যারা তাদেরই সুবিধার ব্যবস্থা করল। সম্প্রতি নীরব মোদি, মেহুল চোকসি সহ যে সমস্ত পুঁজিপতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা মেরে দিয়ে বিদেশে পালিয়েছে, সরকার তাদের ঋণ শোধ করছে জনগণের দেওয়া ট্যাক্স থেকে। অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনালের ২০২০-র রিপোর্ট বলছে বিজেপির 'সোনার রাজত্বে' দেশে যত সম্পদ উৎপন্ন হয়েছে তার ৭৩ শতাংশ জমা হয়েছে ১ শতাংশের সিন্দুকে। সরকার বলছে, শুল্ক কমানো হলে নাকি ঘাটতি পড়বে রাজকোষে। রাজকোষ ঘাটতি নিয়ে এতই যদি দুশ্চিন্তা, তা হলে এই বিপন্ন সময়ে দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবন বানানো সহ রাজকীয় সেন্ট্রাল ভিস্টার বিলাসবহুল প্রাসাদ তৈরিতে ২০ হাজার কোটি টাকা ঢালছে কেন সরকার?

জ্বালানি তেল সভ্যতার চালিকা শক্তি। সমস্ত উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন। এর দাম মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সমস্ত পণ্যের দাম বৃদ্ধির রাস্তা খুলে দিল। এতে বাস-ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি, রেলের ভাড়াবৃদ্ধি, লঞ্চ-স্টিমারের ভাড়াবৃদ্ধি, ট্রাকের ভাড়াবৃদ্ধি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিকে আকাশছোঁয়া করে তুলবে। চাষে সেচের খরচ বাড়ায় কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। সব মিলিয়ে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জনসাধারণকে বাড়তি মূল্য দিতে হবে। বিপর্যস্ত হবে জনজীবন।

আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচারের একই ট্র্যাডিশন চলছে

সম্প্রতি মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং বামপন্থী যুবকর্মী মইদুল ইসলাম মিদ্যার মৃত্যু জনমানসে বহু প্রশ্ন তুলেছে। মানুষ জানতে চায়, পুলিশের জন্য আদৌ কি কোনও আইন আছে? কোনও মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার নামে পুলিশ কি যথেচ্ছ আচরণ করতে পারে? পুলিশের মারে আবার একজন নিরপরাধ তরতাজা যুবক প্রাণ হারানোর পরেও কি শাস্তি হবে দোষী পুলিশদের? এই জীবনহানির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এরপর থেকে কি পুলিশ আইন ও মানবতাসম্মত আচরণ করবে? মিথ্যা মামলায় রাজনৈতিক কর্মীদের ফাঁসানোর চেষ্টা বন্ধ করবে? গ্রেপ্তারের পর রাজনৈতিক বন্দিদের উপর অত্যাচারের ট্র্যাডিশন বন্ধ করবে? আন্দোলন মোকাবিলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এই সঙ্গত প্রশ্নগুলি বছরের পর বছর ধরে উঠলেও উত্তর মেলেনি। সরকারের রাজনৈতিক রঙ বদল হয়েছে, কিন্তু উত্তরটা অধরাই থেকে গেছে। পুলিশ বা সরকার, কারও কাছ থেকেই আচরণ পরিবর্তনের কোনও আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

এক সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে পুলিশ কোডে লেখা হয়েছিল মিছিলকারীদের উপর বলপ্রয়োগ যদি করতেও হয়, সে ক্ষেত্রে পুলিশ প্রথমে গ্রেপ্তার করবে, না হলে খালি হাতেই ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। না পারলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে যদি আঘাত করতেই হয়, তবে তা পায়ের নিচের অংশে করতে হবে। আঘাত যাতে কোনও মতেই জীবনঘাতী না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে, ইত্যাদি। পরবর্তীকালে প্রাণঘাতী বুলেটের পরিবর্তে রাবার বুলেট, জলকামান ইত্যাদি ব্যবহারের কথা এসেছে।

গণতন্ত্রের মুখোশ বজায় রাখতে পুলিশের আচরণবিধিতে লেখা হয়েছে অনেক কথাই, কিন্তু তা মেনে চলতে পুলিশকে বাধ্য করবে কে? সরকার তো? এর জন্য শাসকদের যে জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন তা এ দেশে কেন্দ্র কিংবা রাজ্যে ক্ষমতাসীন কোনও সরকারের আছে কি? আন্দোলনকারীরা মাটিতে পড়ে যাবার পরেও একাধিক পুলিশ কর্মী মিলে পেটানোর ঘটনা যেন 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠেছে। মুখে গালাগালির বন্যা বইয়ে পুলিশকর্মীরা যে নৃশংস ভঙ্গিতে আন্দোলনকারীদের দিকে তেড়ে যায়, তা দেখে কোনও দুষ্কৃতীবাহিনীর থেকে তাদের আলাদা করা মুশকিল। মহিলা আন্দোলনকারীদের মহিলা পুলিশ দিয়েই গ্রেপ্তার করার রীতি বহুদিনই পুলিশ প্রায় তুলে দিয়েছে। আন্দোলনকারীদের মাথা, চোখ বারবার পুলিশের মারের লক্ষ্য হয়ে উঠছে। পুলিশের মারে মিছিলকারীদের চোখ নষ্ট হওয়ার ঘটনা বারবার ঘটছে। ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দলের ডাকে আইন অমান্যে তৃণমূল সরকারের পুলিশের লাঠিতে ছাত্র সংগঠনের কর্মী উত্তম পাড়ুইয়ের চোখ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়, রমাকান্ত সরকারের চোখেও গুরুতর আঘাত লাগে। পুলিশ কিংবা রাজ্য সরকার তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া দূরে থাক, এতটুকু দুঃখপ্রকাশও করেনি।

দুঃখের বিষয় হল, যে সিপিএম দলের যুবকর্মী আজ আন্দোলনে এসে নিহত হলেন, তাদের সরকারের আমলে পুলিশের আচরণ এর থেকে ভাল কিছু ছিল না। ১৯৮৩ সালের বাসভাড়া বৃদ্ধিপ্রতিরোধ আন্দোলনে, ১৯৯০ সালের বাসভাড়া ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সিপিএম সরকারের পুলিশ কলকাতা এবং পুরুলিয়াতে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে। ১৯৮৩ সালে কলকাতার মানিকতলায় বাসভাড়া বৃদ্ধিআন্দোলনে এলাকার যুবক দুলাল দাস পুলিশের গুলি লেগে মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তাঁর দেহে লাথি মেরে রাস্তা দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়ে ভ্যানে তুলেছিল পুলিশ। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে শুধু মিছিলে নয়, আশেপাশের মানুষ এবং এস ইউ সি আই (সি) অফিস লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে পুলিশ। সেখানে শহিদ হয়েছিলেন এলাকার শ্রমজীবী মানুষ কমরেড হাবুল রজক ও শোভারাম মোদক। ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট, ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনের শহিদ দিবসে কলকাতার রানি রাসমণি রোডে ৩২ জনকে গুলিবিদ্ধ করেছিল সিপিএম সরকারের পুলিশ। শহিদ হয়েছিলেন ১৮ বছরের তরুণ মাধাই হালদার। পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা দূরে থাকুক, সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, 'নিরামিষ আন্দোলনকে একটু আমিষ করে দেওয়া হল'।

রাজনৈতিক বিরোধিতার বদলে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়াটাই পুলিশের ট্র্যাডিশন। সিপিএম সরকারের আমলে ইংরেজি ফিরিয়ে আনার দাবিতে মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করে চাঁদপাল ঘাট থেকে অস্ত্র সমেত ধরা হয়েছে বলে মিথ্যা মামলা দিয়েছে পুলিশ। প্রকাশ্য রাজপথে এস ইউ সি আই (সি)-র মহিলা কর্মীদের পোশাক টেনে খুলে উল্লাস করেছিলেন যে মহিলা পুলিশ অফিসার, তাঁর শাস্তি দূরে থাক, সিপিএম আমলে তাঁর প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আজ তৃণমূল আমলেও এই সব অফিসাররা পুলিশের বড় বড় পদ আলো করে আছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেমন 'সোনার বাংলা' বিজেপি গড়তে পারে

একের পাতার পর

করেছে গুজরাটের বিজেপি সরকার। নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবার হাল অত্যন্ত খারাপ। ১৯৯৫ সালে বিজেপি গুজরাটে প্রথম ক্ষমতায় আসার আগের পাঁচ বছরে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়েছিল মোট সরকারি ব্যয়ের ৪.২৫ শতাংশ। ২০০৫-১০ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ০.৭৭ শতাংশে। ২০১০ সালে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ের নিরিখে গুজরাট ছিল ২৮টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ১৭ নম্বরে। অপরাধের নিরিখেও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি এগিয়ে। ক্রাইম সূচকে বিজেপি-শাসিত ন'টি রাজ্যেই অপরাধ অনেক বেশি, এদের মধ্যে প্রথম হরিয়ানা, দ্বিতীয় গুজরাট (আনন্দবাজার-১১।২।২০২১)। গুজরাটে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির দেড় লাখের মতো শিশু মারাত্মক অপুষ্টির শিকার। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ সালে স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকের দৈনিক মজুরির নিরিখে জাতীয় গড়ের চেয়ে গুজরাট পিছিয়ে। সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচকেও ২০১১ সালে গুজরাট ছিল রাজ্য তালিকায় ১৫তম স্থানে।

কেন্দ্রীয় শাসনে থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে ভারতকে সর্বোচ্চ বেকারির হার উপহার দিয়েছে বিজেপি। সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এনএসএসও)-র ২০১৯ সালের রিপোর্টে জানা গেছে, ২০১৯ সালের শেষে যে ১০টি রাজ্যে বেকারির হার সর্বোচ্চ ছিল তার মধ্যে ৬টি বিজেপির 'সোনার শাসনে'। ওই সময় সরকারি হিসাবে বেকারির জাতীয় হার ছিল ৭.২ শতাংশ। সেই সময় সিএমআইই তথ্য অনুযায়ী বেকারত্বের হারে সর্বোচ্চ ত্রিপুরা ৩১.২ শতাংশ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিল্লি ও হরিয়ানায় বেকার যথাক্রমে ২০.৪ এবং ২০.৩ শতাংশ। হিমাচলপ্রদেশ ১৫.৬, পাঞ্জাব ১১.৮, ঝাড়খণ্ড ১০.৯, বিহার ১০.৩, ছত্তিশগড় ৮.৬ এবং উত্তরপ্রদেশ ৮.২ শতাংশ। বেকারত্বের হার মানে এখানে জনসংখ্যার কত শতাংশ বেকার তা বোঝায় না। কাজ চেয়েও পাননি এমন লোকের শতাংশকে বোঝায়। জনসংখ্যার নিরিখে বেকারত্বের হার আসলে অনেক বেশি। ঝাড়খণ্ডে বিজেপি সরকারে থাকাকালীন বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। বিজেপি জোট সরকার 'সোনার বিহার' বানিয়েছে। সেই বিহারে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশের উপরে (টাইমস নিউজ নেটওয়ার্ক, ২ জুন ২০২০ এবং সিইআইসিডাটা.কম)।

করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সহ বেশ কয়েকটি বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার শ্রম আইনকে দুর্বল করে সপ্তাহে ৬ দিন, দিনে ১২ ঘন্টা কাজ করার নির্দেশ জারি করেছে। অবাধ ছাঁটাইয়ের অধিকার মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে, ন্যূনতম মজুরির অধিকারকেও খর্ব করেছে। ছুটি, সামাজিক সুরক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সুযোগকে খর্ব করেছে। তিন বছরের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার স্থগিত করে দিয়েছে। এই হল বিজেপির সোনার রাজত্বে শ্রমিকের অবস্থা।

প্রধানমন্ত্রীর বহু প্রশংসিত যোগী আদিত্যনাথের 'মডেল' উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি কেমন? গত দুই বছরে বেকার যুবকের সংখ্যা ১২.৫ লাখ থেকে লাফিয়ে ৩৪ লাখে পৌঁছেছে। 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি'-র প্রকাশিত এই তথ্যকে অস্বীকার করতে পারেনি যোগী সরকারও। করোনা কিট কেনার জন্য বিধায়ক তহবিলের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন খোদ বিজেপির বিধায়ক (ন্যাশনাল হেরাল্ড, ২৭ জুলাই, ২০২০)। পশুখাদ্য নিয়েও দুর্নীতি হয়েছে এ রাজ্যে। বিজেপির 'সোনার রাজত্বে' আখ চাষিদের গত বছরের পাওনা ১১ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে বৃহৎ চিনিকল এবং বহুজাতিক মদ কোম্পানির মালিকরা। এর সঙ্গে বাজাজ থেকে শুরু করে আদানি পর্যন্ত বড় বড় কর্পোরেট মালিক যুক্ত। ২০২০-র মে মাস পর্যন্ত ১৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা বকেয়া হয়েছে। এনকাউন্টার-খ্যাত যোগী আদিত্যনাথ সরকার কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার সাহস করেনি। পরিবর্তে তারা কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছে টাকার বদলে ঘরে চিনি নিয়ে যেতে। সেই চিনি বিক্রি করে টাকা তুলে নিতে হবে। কৃষকরা কুইন্টাল কুইন্টাল চিনি কোথায় বিক্রি করবেন? তার কোনও উত্তর অবশ্য বিজেপি সরকার দেয়নি। (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস- ২২.০৭.২০১৯, দ্য প্রিন্ট- ১.০৫.২০২০, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস- ১২.০৫.২০২০)

আইনশৃঙ্খলায় উত্তরপ্রদেশ 'মডেল' রাজ্য বলে দাবি করে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। কেমন 'মডেল'? নারী নির্যাতনে দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। সেখানে এক বছরে নির্যাতনের মামলা হয়েছে ৫৯ হাজার ৮৫৩। ধর্ষণের মামলা ৩০৬৫টি। শিশুকন্যা নির্যাতনে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ (৭৪৪৪), তারপর মহারাষ্ট্র (৬৪০২), মধ্যপ্রদেশ (৬০৫৩)। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মহিলাদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণে এগিয়ে আছে বিজেপি শাসিত আসাম। দেখা যাচ্ছে আরএসএস-বিজেপির মতো হিন্দুত্ববাদের ঠিকাদাররা যেখানেই প্রভাব বেশি বিস্তার করেছে, সেখানেই মহিলাদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ বেড়েছে। তাও নথিভুক্ত সংখ্যা এগুলি, প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। মুজফফরনগর সহ রাজ্যের বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ঘটেছে যোগীর আমলে।

'সোনার' গুজরাট, 'সোনার' উত্তরপ্রদেশ, 'সোনার' আসাম, 'সোনার' মধ্যপ্রদেশ, 'সোনার' মহারাষ্ট্র বানিয়েছে যারা, সেই ঠিকাদাররা 'সোনার বাংলা' করতে এখন উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু বাংলা কেন, দেশের কোনও অংশের মানুষেরই উন্নয়ন কি তাদের লক্ষ্য? পুঁজিপতি শ্রেণির অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন বিজেপি, তাদের স্বার্থ পূরণ করতেই যে নানা নীতি নিয়ে চলেছে সেগুলি সবই জনবিরোধী। কৃষক বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, শিক্ষাবিরোধী নানা নীতি তারা প্রণয়ন করছেন জনমতের কোনও তোয়াক্কা না করেই। আদানি-আম্বানির স্বার্থে চলা সরকার কখনও আমজনতার স্বার্থ দেখতে পারে না। কারণ দুটো স্বার্থ পরস্পরের বিপরীত। ফলে বিজেপি নেতাদের 'উন্নয়ন'-এর কথা মুখে ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তারা চায় ক্ষমতার তখতে বসে লুটপাট চালাতে, গুণ্ডাবাজি চালাতে আর মালিক শ্রেণির সেবা করে সেই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। তার জন্যই নিত্যনতুন চটকদারি স্লোগানের আমদানি।

দিল্লির কৃষক আন্দোলন সমর্থনে ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে রেল রোকো

মুজফফরপুর, বিহার

আজারকা, রাজস্থান

বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

রায়চুর, কর্ণাটক

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

কৃষক বিক্ষোভ দিল্লি সীমান্তের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল ১৮ ফেব্রুয়ারি সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ জুড়ে রেল রোকোয়। উত্তর ভারতে ওই দিন রেল পরিষেবা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে এআইকেকেএমএস-এর সদস্যরা কৃষ্ণনগর, পলাশি, বেলদা সহ বহু স্টেশনে রেল অবরোধ করেন। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে অবরোধকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলে (ছবি প্রথম পাতায়) গোটা শহর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায়। পুলিশ তাঁদের পরে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রাজস্থানের বিভিন্ন শহরে ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে রেল রোকো হয়।

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

কৃষক ধরনায় হামলার তীব্র নিন্দা

বিহারের মুজফফরপুরে সর্বভারতীয় কৃষক সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির নেতৃত্বে দু'মাস ধরে লাগাতার চলতে থাকা ধরনা ভাঙতে ১১ ফেব্রুয়ারি হামলা চালায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই(সি) বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আশ্রিত গুণ্ডাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর এই ধরনের জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, কৃষকরা প্রবল উৎসাহে পুনরায় ধরনা শুরু করে দেন।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ৫০ দিন ধরে চলতে থাকা কৃষক ধরনা ১৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে বিজেপি সরকারের পুলিশ মুখোশধারী গুন্ডাদের সাথে নিয়ে ভেঙে দেয়। এর বিরুদ্ধে সেখানকার সব স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষে সোচ্চার হন এবং পুলিশের এই জঘন্য আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল প্রশাসনের এই ভূমিকার নিন্দা করে জনসাধারণকে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী কৃষিনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

বেসরকারিকরণের মাসুল দিতে হল মধ্যপ্রদেশের অসহায় বাসযাত্রীদের

১৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশের সিধি এলাকায় যাত্রীভর্তি বাস খালের ধারে পড়ে যাওয়ায় নারী-শিশু সহ ৪৭ জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এই ঘটনায় মৃতদের জন্য গভীর শোকজ্ঞাপন করে এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল ১৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, পরিবহণের সামগ্রিক বেসরকারিকরণ জনস্বার্থকে কী মারাত্মক বিপদে ফেলতে পারে এই দুর্ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বেসরকারি মালিকরা মুনাফার স্বার্থে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সরকার এবং প্রশাসন এই মৃত্যুর দায় অস্বীকার করতে পারে না।

তিনি দাবি করেছেন, মৃতদের পরিজনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, রাস্তা ও বাসের রক্ষণাবেক্ষণে নজরদারির দায়িত্বে থাকা অফিসারদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

রান্নার গ্যাস ও পেট্রোল-ডিজেলের লাগামছাড়া দাম বাড়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

আগরতলা, ত্রিপুরা

এগরায় পরিচারিকারা আন্দোলনে

১৯ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর এগরা শাখার উদ্যোগে শতাধিক পরিচারিকা সুসজ্জিত মিছিল করে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। সারা বছর বিনামূল্যে রেশনে পর্যাপ্ত চাল- গম সরবরাহ, সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের অধিকার, সাপ্তাহিক ছুটি ও শ্রমিকের স্বীকৃতি, মাসে ৭৫০০ টাকা অনুদান, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ডেপুটেশনে যান সমিতির সভানেত্রী সবিতা দাস ও যুগ্ম সম্পাদিকা স্বপ্না জানা ও মীনা সাউ। এসডিও দাবিগুলোর যৌক্তিকতা মেনে নেন এবং রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং অন্যান্য দাবিগুলিও পূরণের চেষ্টা করবেন বলে জানান। তারপর মিছিল ত্রিকোণ পার্ক পর্যন্ত আসে। সমিতির জেলা নেত্রী অসীমা পাহাড়ি বলেন, করোনাকালে পরিচারিকাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হলেও তারা পূর্বের মতো কাজ পাননি। আবার রেশনে খাদ্যশস্য কমিয়ে দেওয়ার কারণে তাদের খুবই কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে সমিতির দাবিগুলি এসডিও, বিডিও, ডিএম-এর কাছে জানানো হচ্ছে। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

কলকাতায় সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির ঢাকুরিয়া-কসবা শাখার উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি কাঁকুলিয়া রেল কলোনি এলাকায় শিশু-কিশোরদের খেলাধূলা প্রতিযোগিতা

গবেষকদের স্মারকলিপি পেশ

কলেজ সার্ভিস কমিশনের ৩১ ডিসেম্বর ২০২০-র অস্বচ্ছ ও অনৈতিক ধারা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে উপযুক্ত সংযোজনী ও সংশোধনীর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে ডিআরএসও। তাদের আরও দাবি বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বিলোপ, ফি মকুব করা, ভ্যাকেন্সি সংখ্যা ও ইন্টারভিউতে নম্বর বিন্যাস অবিলম্বে জানানো, প্যানেলের হাতে নম্বর কমানো, প্রতি বছর সিএসসি করা ইত্যাদি দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক হাজার গবেষকের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেয় তারা।

১৫ ফেব্রুয়ারি সিএসসি অফিসে ও রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতর এবং ইউজিসি দফতরেও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। অবিলম্বে এই সকল ন্যায়সঙ্গত দাবি মানা না হলে আন্দোলন তীব্রতর করা হবে বলে ডিআরএসও-র যুগ্ম আহ্বায়ক অর্ঘ্য দাস জানিয়েছেন।

নদিয়ায় বস্ত্র বিতরণ

১৮ ফেব্রুয়ারি সামাজিক - সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রগতির পক্ষ থেকে নদীয়ার গয়েশপুর পৌরসভার অন্তর্গত কানপুর অঞ্চলে প্রায় ৪০ জন শিশুর হাতে জামা কাপড় এবং টুপি উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়।

২ মার্চ ২০২১
বেলা ১২টা
বাইক ট্যাক্সিকে আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদান এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে
অবস্থান ও লালবাজার ডেপুটেশন
জমায়েত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এর সামনে (বিবাদী বাগ)
Kolkata Suburban Bike Taxi Operators' Union
Affiliated to AIUTUC
77/2/1, Lenin Sarani, Kolkata- 700013
Contact: 62890 63293 / 70039 45044 / 78902 82168 / 82405 15187

বিনামূল্যে ১০০ ইউনিট বিদ্যুতের দাবি গ্রাহক সম্মেলনে

মাসে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দিতে হবে, এই দাবিতে দেশজুড়ে তীব্র আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হল বিদ্যুৎগ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার রাজ্য সম্মেলনে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আরও দাবি ওঠে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর মতো এ রাজ্যে কৃষিবিদ্যুৎ দিতে হবে বিনামূল্যে। এলপিএসসি-র রেট ২৪ শতাংশের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক রেটে করতে হবে। আলোচনাতে উঠে এসেছে ক্ষুদ্র শিল্পে অমানবিক ফিক্সড চার্জ এর বিষয়। লকডাউনে ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বন্ধ থাকলেও প্রতি মাসে প্রতি কে ভি এ লোডের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র শিল্পে ৫০ টাকা হারে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাতে ৩০ টাকা হারে বিলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সম্মেলন। দৃষ্টিহীন গ্রাহক, দুর্গম পাহাড়ী এলাকার ও জঙ্গলমহলের গরিব বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ন্যূনতম দামে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি তোলা হয়। সিইএসসি এলাকাতে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের এসইডিসিএল এলাকার গ্রাহকদের মতো রাজ্য সরকারি ভর্তুকি থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং নতুন কানেকশনে অস্বাভাবিক সার্ভিস চার্জের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

গত ২০১৬-১৭ বর্ষে কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছিল, কয়লার ওপর জি এস টি কমেছে ৭ শতাংশ। দাবি উঠেছিল বিদ্যুতের দাম ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। সেই দাবি রাজ্য সরকার মেনে নেয়নি। আবারও গত ১০ ফেব্রুয়ারি কয়লার দাম ১০ থেকে ২৬ শতাংশ কমেছে। অথচ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি ইউনিট প্রতি ৪৩ পয়সা এবং সি ই এস সি ইউনিট প্রতি ২১৪ পয়সা মাশুল বাড়ানোর প্রস্তাব জমা দিয়েছে। অবিলম্বে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয় সম্মেলনে।

দিল্লিতে প্রায় তিন মাস ধরে কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটানোর অঙ্গীকার নিয়ে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। সংগঠনের সহ সভাপতি অমল মাইতি সহ সাত জনের সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। ব্যাপকভাবে সদস্য সংগ্রহ অভিযান, আঞ্চলিক ও জেলা সম্মেলন এবং কমিটি গঠন করে দাবি আদায়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটির সভাপতি অনুকূল ভদ্র এবং সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, ২১ জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী ও ১২৩ জনকে নিয়ে রাজ্য কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত হয়।

উলুবেড়িয়ায় মিড-ডে মিল কর্মীদের সভা

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি উলুবেড়িয়া ভোক্তার মোড়ে একটি সভা হয়। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের অফিস সম্পাদক শ্যামল রাম এবং সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। সংগঠনকে মজবুত করে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। মমতা মণ্ডলকে সভানেত্রী, অশোকা ধোলে ও সাগরিকা বর্মনকে যুগ্ম সম্পাদিকা করে হাওড়া গ্রামীণ জেলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কমিটি গঠিত হয়।

প্রবীণ নেতার জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম প্রবীণ নেতা, পূর্বতন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্বতন সভাপতি কমরেড সহদেব নস্কর ১২ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র দলের জেলা দপ্তরে ও জেলার সকল কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। তাঁর মরদেহ জেলা অফিসে শায়িত রাখা হয়। জেলার নানা প্রান্ত থেকে দল ও গণসংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী সমবেত হয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। দলের পলিটবুরো সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পর দিন সকালে তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মস্থল রাধাকান্তপুর অভিমুখে শেষযাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় অফিসে মরদেহ পৌঁছলে শত শত সাধারণ মানুষ ও কর্মী-সমর্থক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন দলের নেতৃত্বে অন্যান্য এলাকার মতো রাধাকান্তপুর অঞ্চলেও বেনাম জমি উদ্ধার করে চাষির হাতে বিলি করার আন্দোলন শুরু হয়। সেই জমিতে ধান রোয়ার কাজে দলের কর্মীরা চাষিদের সাহায্যার্থে সামিল হন। সেখানে জোতদারদের স্বার্থে তৎকালীন কংগ্রেসী নেতারা (পরবর্তীকালে সিপিএম) গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলেও প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে যায়। কিছু গরিব মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তারা এনেছিল। এ ঘটনায় সহদেববাবুর মনে প্রশ্ন জাগে— নিজেদের কর্মীদের বিপদে ফেলে কিভাবে নেতারা পালাতে পারেন? প্রথমে তিনি কংগ্রেসের অনুগামী থাকলেও গণআন্দোলনের প্রতি নিষ্ঠা দেখে এসইউসিআই(সি) দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে গ্রামবাসীদের সাথে বৈঠক করে একযোগে এসইউসিআই(সি) দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। তৎকালীন স্থানীয় নেতা কমরেড জগন্নাথ হালদার, প্রভঞ্জন নস্কর, রাধাকান্ত হালদার, জমিরুদ্দিন সেখ প্রমুখের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে আজীবন প্রয়াসী ছিলেন।

তিনি রাজনীতির চর্চায় মগ্ন হয়ে থাকতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নানা লেখা ও দলের বইপত্র, পত্রপত্রিকা নিজে পড়তেন এবং কমরেডদের পড়ানোর চেষ্টা চালাতেন। দলের প্রদর্শিত পথে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা, যৌথ প্রক্রিয়ায় দলের কাজ পরিচালনা, কর্মী সংগ্রহে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। জুনিয়র কমরেডদের গভীর মমতায় ও যত্নে গড়ে তোলার কাজে সর্বদা তাঁর নজর থাকত। কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের প্রতিটি আন্দোলনের সাথে স্থানীয় স্তরে বহু আন্দোলন গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল নেতৃত্বকারী। মহান নেতার আদর্শ ও উচ্চ রুচি-সংস্কৃতির মান আয়ত্ত করার সংগ্রামে নিজে ও কর্মীদের অনুশীলনে প্রভূত চেষ্টা চালিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের ও নবজাগরণের মনীষীদের জীবনচর্চা ও অনুষ্ঠানে সকলকে সামিল করাতেন। আজ 'আটেশ্বরতলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ' সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্র হিসাবে এলাকায় দল মত নির্বিশেষে সকলের গর্বের বিষয়। এই মঞ্চ গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁরই। এলাকার এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের স্পর্শেই রাজ্যে গণআন্দোলনের অমর শহিদ কমরেড মাধাই হালদারের স্বল্পশিক্ষিতা মা গয়েশ্বরী দেবী সন্তান হারানোর বেদনার চরম মুহূর্তেও বলতে পেরেছিলেন— 'আমার এক মাধাই গেছে, হাজার মাধাই আছে।'

কমরেড সহদেব নস্কর আন্দোলন গড়ে তোলার পথে বারবার পুলিশি নির্যাতন সয়েছেন। এমনকি পুলিশ ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা তাঁকে হত্যার চক্রান্ত তাঁর সংগ্রামী প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। পুলিশের নজর এড়িয়ে দলের কাজ সচল রেখে গেছেন। অন্য কর্মীদেরও এভাবে চাপের মুখেও কাজ করে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা অনুকরণযোগ্য।

তিনি যখন মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন সরকারি গাড়ি ব্যবহার না করে সাইকেল চালিয়ে বহু পথ কষ্টসাধ্যভাবে পাড়ি দিতেন। তিনি ছিলেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। তাঁর ছেলে স্কুলের 'স্টাইপেন্ড' পাওয়ার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করাতে গেলে তিনি শিক্ষক হিসাবে নিজের বেতনের উল্লেখ করে দরখাস্তে স্বাক্ষর করেননি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করার সংগ্রামের একটি ধাপ হিসাবে পুত্র-কন্যাদের আর্থিক ভবিষ্যতের প্রতি দুর্বলতা বর্জন করে সমূহ জমি তিনি পার্টির নামে লিখে দিয়েছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি সততার অনন্য নজির রেখে গেছেন। স্বার্থান্বেষীরা তাঁর আচরণ থেকে বুঝে নিতেন যে, এখানে অসঙ্গত দাবি করে কোনও ফল মিলবে না।

সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, স্বল্প ও মৃদুভাষী এই নেতা আদর্শগত প্রশ্নে যে কোনও বক্তব্য সরাসরি বলতে কুণ্ঠিত হতেন না। শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে তিনি সর্বদা সক্রিয় থাকতেন। প্রাথমিক শিক্ষক ফ্রন্টের তিনি ছিলেন জেলার ইনচার্জ। সেভ এডুকেশন কমিটি, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনায় তিনি ছিলেন জেলার অগ্রগণ্য নেতা। শেষজীবনে অনেক বছর যাবৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পূর্বের মতো কাজে সচল থাকতে পারছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি প্রতিনিয়ত দলের কাজকর্মের খোঁজখবর রাখার পাশাপাশি নতুন কর্মী-সংগঠকদের নানা ভাবে উৎসাহিত করতেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে ২১ ফেব্রুয়ারি রাধাকান্তপুর অঞ্চলের আটেশ্বরতলায় শহিদ কমরেড মাধাই হালদারের স্মরণ বেদির সামনের ময়দানে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার নস্কর। তাঁর প্রয়াণে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গরিব খেটে খাওয়া মানুষ তাদের এক বিশিষ্ট সংগ্রামী নেতাকে হারাল।

২১ ফেব্রুয়ারি আটেশ্বরতলায় কমরেড সহদেব নস্করের স্মরণসভা

কমরেড সহদেব নস্কর লাল সেলাম

আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচার

তিনের পাতার পর

গণআন্দোলনে অংশ নেওয়া, মিছিল করার অধিকার আজও অন্তত খাতায় কলমে ভারতে কেড়ে নেওয়া হয়নি। কিন্তু যে কোনও আন্দোলনের উপরই নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা চাপানোটাই আজ কেন্দ্রে-রাজ্যে ক্ষমতাসীন সব দলের সরকারের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহরেই প্রতিবাদের পরিধিকে ক্রমাগত ছোট বৃত্তে নিয়ে আসার চেষ্টা শুরু করেছিল সিপিএম। তৃণমূল আমলে সে গণ্ডিকে আরও আঁট করে বাঁধা হচ্ছে। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে প্রতিবাদী মানুষদের উপর লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা চাপিয়েছে পুলিশ। মিথ্যা মামলায় জেল খাটিয়েছে মানবদরদী ডাক্তার কাফিল খান সহ অসংখ্য প্রতিবাদী মানুষকে। কৃষক আন্দোলন দমনে দিল্লি এবং হরিয়ানা সরকারের পুলিশ কী ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছে তা সারা দেশ দেখেছে।

নানা সময়ে সরকারি গদির বৃত্তে ঘোরা বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া দলগুলি যখন বিরোধী আসনে থাকে, দেশের মানুষের দুঃখ, অভাব, দারিদ্রকে ঘিরে ফেনিয়ে ওঠা ক্ষোভ-বিক্ষোভকে তারা কাজে লাগাতে চায় পরের ভোটে জেতবার আশায়। তখন কিছু কিছু আন্দোলন তারা করে। কিন্তু সরকারে গেলেই তারা আন্দোলনের উপর দমন পীড়ন চালাতে থাকে। তারা তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই পাড়ে। এর মাধ্যমে তারা প্রচলিত শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার আসল মালিক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেবক হিসাবে সরকারের দায় বহন করে। দেশের জনসাধারণ তাদের জীবন-জীবিকা রক্ষার প্রয়োজন থেকে গণআন্দোলনকে যে ভাবে দেখে, কোনও ভোটবাজ দল সেভাবে দেখে না। বুর্জোয়া অর্থেও যতটুকু গণতান্ত্রিক ঠাটবাট এখনও টিকে আছে, শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি সেটুকুকেও গলা টিপে মারতে চায়। তাই যে কোনও রাজ্যেই আন্দোলনের উপর পুলিশকে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিচ্ছে সরকারগুলি। বামপন্থী বলে পরিচিত বৃহৎ দলগুলির সরকারে থাকার সময়কার ভূমিকা এবং বর্তমানের বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা এ সবের আরও সুযোগ করে দিচ্ছে।

১৯৬৭ এবং '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মধ্যে থেকেই এস ইউ সি আই (সি) দাবি তুলেছিল ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু সিপিএম-সিপিআই সেদিন এই দাবি মানতে চায়নি। এর সুযোগ নিয়েছে পরবর্তী শাসক কংগ্রেস। এই সিপিএম ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় বসার পর গণআন্দোলনের উপর কীভাবে পুলিশি দমন নীতির নির্মম প্রয়োগ করেছে তা রাজ্যের মানুষ আজও ভোলেনি। বামপন্থার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ রক্ষাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ার তাগিদে তারা তখন ভেবে দেখেনি, ভবিষ্যতে সেই অস্ত্রই ব্যবহৃত হবে যে কোনও আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আজ মইদুল মিদ্যার মতো তরতাজা যুবককে তাই এ ভাবে মরতে হয়।

এখনও এ দেশে যতটুকু গণতান্ত্রিক পরিসর টিকে আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই আজ দরকার তীব্র বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন। দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেখিয়েছে অতি স্বৈরাচারী একটি সরকারও কী ভাবে গণআন্দোলনের শক্তির কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই শিক্ষা গ্রহণের বদলে সিপিএম নেতৃত্ব আজ ব্যগ্র কংগ্রেস এবং কিছু ধর্মীয় শক্তির সাথে বোঝাপড়া করে কোনও রকমে পশ্চিমবঙ্গে দু'চারটে এমএলএ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে। যে কংগ্রেস ভারতে পুলিশিরাজ কায়েমের হোতা, যারা বারবার কলকাতার রাজপথে ছাত্র-যুবদের রক্ত ঝরিয়েছে, তাদের হাত ধরে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আদৌ কোনও প্রতিবাদ হয় কি? তাই ভোটের আগে সিপিএম নেতারা একটা মিছিল করে ছাত্র-যুবদের যখন রক্ত দিতে বলেছেন, যৌবনের তেজে তারা তা দিয়েওছেন। একজন তাঁর জীবনও দিলেন। কিন্তু এই জীবনদান যদি আবার নেতাদের নির্বাচনী আখের গোছানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, সে বড় দুঃখের। কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে শহিদ স্মরণ সম্ভব কি না— সিপিএমের কর্মী, সমর্থক ছাত্র-যুবক বন্ধুদের তা ভেবে দেখতে হবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোন বা বাইডেন
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বদলায় না

সরকার পাল্টালেই যে রাষ্ট্রের চরিত্র পাল্টায় না, নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নতুন মন্ত্রিসভা আরও একবার স্পষ্ট করে দিল সে কথা। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করে জো বাইডেন নতুন প্রেসিডেন্ট হওয়ায় যাঁরা আশা করেছিলেন, আমেরিকায় এবার খোলা হাওয়া বইবে, প্রগতির পথে হাঁটবে সরকার, বাইডেনের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচন হতাশ করেছে তাঁদের। দেখা যাচ্ছে বাইডেন-প্রশাসনে নির্বাচিত সদস্যদের অনেকেই কয়েক বছর আগে পর্যন্ত দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী নির্মম হানাদারি ও লুঠতরাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ নীতির কট্টর সমর্থক এই ঝানু আমলাদের সঙ্গে যোগ আছে মার্কিন একচেটিয়া মালিকদের টাকায় পরিচালিত বিভিন্ন পরামর্শদাতা সংস্থা ও অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের।

যেমন ধরা যাক যুদ্ধবাজ অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেনের কথা। বাইডেন-প্রশাসনের সেক্রেটারি অফ স্টেট পদে মনোনীত হয়েছেন তিনি। কে এই অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন? প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমলে ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন তিনি। ২০১১ সালে লিবিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্মম হানাদারির পিছনে অন্যতম মাথা ছিলেন এই ব্লিঙ্কেন। গত ১৯ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে ব্লিঙ্কেন জানিয়েছেন, তিনি চান সিরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলুক। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবরোধ চালিয়ে যেতে এবং চিনকে চাপে রাখার ধুয়ো তুলে এশিয়া জুড়ে মিসাইল মোতায়েন করতেও চান তিনি। ইরানের বিরুদ্ধে অবরোধ চালাতে কিংবা ভেনেজুয়েলায় নির্বাচিত সরকার ফেলে দেওয়ার লক্ষ্যে যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র চলছে, তার সাথেও তিনি জড়িয়ে। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুবৃত্তিতে আমেরিকার স্যাঙাৎ রাষ্ট্র ইজরায়েলের প্রতিও অসীম দায়বদ্ধতা অনুভব করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সময়ে ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার যৌথ দস্যুবৃত্তি নীতির প্রবল প্রশংসা ব্লিঙ্কেনের মুখে মাঝেমাঝেই শোনা যায়।

না শোনার কারণ নেই। অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বহুদিন ধরেই ঘনিষ্ঠ এই ব্লিঙ্কেন। ওবামা আমলে মার্কিন প্রশাসনে নিজের উচ্চ পদটিকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পরামর্শদাতার লোভনীয় কাজ বাগিয়ে নিতেন ব্লিঙ্কেন। 'ওয়েস্টএক্সেক অ্যাডভাইসার' নামের পরামর্শদাতা সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। এই সংস্থাটির কাজ ছিল সামরিক সরঞ্জাম তথা যুদ্ধাস্ত্র তৈরির সংস্থাগুলিকে গোপন পরামর্শ দেওয়া। এরা ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার মতো বৃহৎ ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগ সংস্থাগুলিকেও গোপন পরামর্শ দিত। মার্কিন যুদ্ধ-নীতি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ওবামা-প্রশাসনের বড়কর্তারা, সামরিক কর্তা ও কূটনীতিবিদরা জড়িত ছিলেন এই সংস্থার সঙ্গে।

এবার বাইডেন মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছেন জেনারেল লয়েড অস্টিন। তিনিও যুক্ত ছিলেন এই ওয়েস্টএক্সেক অ্যাডভাইসারের সঙ্গে। পাশাপাশি আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র উৎপাদক সংস্থা রেথিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। এই অস্টিন ইরাকে মোতায়েন মার্কিন সামরিক বাহিনীর কম্যান্ডার ছিলেন। সিরিয়ায় মোতায়েন মার্কিন স্পেশাল ফোর্সেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বাইডেন মন্ত্রিসভার আরও এক সদস্য অ্যাব্রিল হেইন্স। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের ডাইরেক্টর হয়েছেন তিনি। এই হেইন্স যুক্ত ছিলেন ওয়েস্টএক্সেক-এর সঙ্গে। ওবামা আমলে ইনি ছিলেন মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ-র ডেপুটি ডাইরেক্টর। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যাকাণ্ড চালানোয় অভিযুক্ত এই হেইন্স।

সংবাদে বেরিয়ে আসছে, এই ওয়েস্টএক্সেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত মার্কিন সামরিক বাহিনী ও বিদেশ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একযোগে বাইডেনের হয়ে প্রচার চালিয়েছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন বিপুল অর্থ। প্রেসিডেন্ট হয়ে বাইডেন মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়ে এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

বেশ কয়েকটি পরামর্শদাতা সংস্থা রয়েছে আমেরিকায়, ধনকুবেরদের স্বার্থে সরকারের ভিতরে ও বাইরে থেকে কাজ করার জন্য যাদের পিছনে বিপুল টাকা খরচ করে সেখানকার ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান— উভয় রাজনৈতিক দল এবং অস্ত্র-ব্যবসার বড় বড় মালিকরা। 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি'-র ২০২০ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এবং মার্কিন সরকারের জাতীয় সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বিভাগ গত পাঁচ বছরে ৫০টি প্রভাবশালী পরামর্শদাতা সংস্থার পিছনে ১০০ কোটি ডলার ঢেলেছে।

এবার বাইডেনের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়েছে এ ধরনের পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী আমলার। যেমন ক্যাথলিন হিকস। আমেরিকার অন্যতম নির্মম একটি পরামর্শদাতা সংস্থা হল সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস। এই সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন হিকস। লকহিড মার্টিন সহ আমেরিকার বড় বড় অস্ত্র ব্যবসায়ী সংস্থা বিপুল টাকা ঢালে এর পিছনে। অস্ত্র ব্যবসা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে এদের মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়াই এই সংস্থার কাজ। এবার মন্ত্রিসভায় এলেন এখানকার অন্যতম কর্তা হিকস। কুর্ট ক্যাম্পবেল, ভিক্টোরিয়া নিউল্যান্ডের মতো বাইডেন মন্ত্রিসভার মনোনীত সদস্যরাও এই ধরনের নানা পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত।

যে প্রশাসনে উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে শোভিত হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থবাহী এইসব যুদ্ধবাজরা, তার বড়কর্তা যে ক্ষমতায় বসেই অস্ত্রে শান দেবেন, তা বলাই বাহুল্য। সেই মতোই প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বাইডেন সরকার হেলিকপ্টার, যুদ্ধজাহাজ, অস্ত্রশস্ত্রে ভরা ট্রাক ইত্যাদিতে সজ্জিত মার্কিন মিলিটারি বাহিনীর একটা বিরাট বহর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করিয়েছে, সেখানকার খনিজ তেল সহ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন চালানোর উদ্দেশ্যে।

চরম সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমোঘ নিয়মে ধুঁকতে থাকা মার্কিন অর্থনীতিকে দীর্ঘদিন ধরেই অক্সিজেন জুগিয়ে আসছে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা। সঠিক ভাবে বলতে গেলে, অর্থনীতিরই সামরিকীকরণ ঘটিয়েছে মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণি। হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করে দেশে দেশে অবিরাম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও যুদ্ধ চালিয়ে দেশের অস্ত্র-ব্যবসায়ী ধনকুবের পুঁজিপতিদের মুনাফার ভাণ্ডার অটুট রাখার কাজ নিখুঁত ভাবেই করে চলেছে আমেরিকার পুঁজিবাদী সরকার। এ বিষয়ে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান দলের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। মার্কিন রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করতে পুঁজিপতি শ্রেণি সে দেশে কায়েম করেছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। অর্থাৎ পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ রক্ষাকারী দু'টি দলকে দিয়ে পর্যায়ক্রমে সরকার চালানোর ব্যবস্থা। ট্রাম্পের মতোই বাইডেনও সেই ব্যবস্থার দাবার বোড়ে। ফলে সরকারে যে-ই থাকুন— রিপাবলিকান দলের ট্রাম্প বা ডেমোক্র্যাট দলের বাইডেন, মার্কিন রাষ্ট্রটির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র একই থাকে। নির্বাচনের আগে দুই দল যতই একে অপরের বিরুদ্ধে গলা ফাটাক, সরকারে বসে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষায় এদের প্রণীত নীতি ও কার্যকলাপে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। বাইডেনের মন্ত্রিসভায় প্রার্থী মনোনয়ন সে কথাই স্পষ্ট ভাবে বুঝে নিতে সাহায্য করল।

জীবনাবসান

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য এবং উত্তর দুর্গাপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অমর দাস বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৩ জানুয়ারি নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

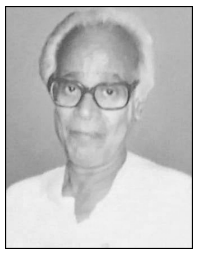

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের অসংখ্য কর্মী সমর্থক দরদিরা শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। দলের পলিটবুরো সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের পক্ষে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নন্দ কুণ্ডু। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়।

কমরেড অমর দাস তরুণ বয়সে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিলেন। যে আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রদীপ জ্বালায়, চরিত্রকে বিকশিত করে, দুঃখ অভাব-অনটনে জর্জরিত মানুষকে কাছে টানে, যথার্থ অসহায় নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষকে ভালবাসতে শেখায়। দলে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আবেগ নিয়ে দলের সমস্ত কর্মসূচি পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। নিজস্ব আচার আচরণের দ্বারা ছাত্র সহ অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন। কর্মক্ষেত্রের পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রতিদিন দলের কাজে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। দল ও দলের কর্মীদের নিয়ে চিন্তা তাঁর মন ছেয়ে থাকত। সর্বদা তিনি এলাকার গরিব সাধারণ মানুষের সমস্যার পাশে দাঁড়াতেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু পরামর্শ দিতেন তাই নয়, নিজের উপার্জন থেকেও বহু টাকা ব্যয় করতেন। দলের জুনিয়র কমরেডদের ভালবাসতেন পিতৃস্নেহে।

অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও পার্টির উপর নানা ধরনের আক্রমণ দেখে কখনওই তিনি সাহস হারাননি। মনপ্রাণ ঢেলে পার্টিকে রক্ষা করার সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলের কর্মী-সমর্থকরা হারাল তাদের অভিভাবককে, সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পার্টি হারাল গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রিয় এক নেতাকে।

কমরেড অমর দাসের স্মরণে ২৪ জানুয়ারি উত্তর দুর্গাপুর বালক সম্মিলনী মাঠে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ সংগঠক কমরেড গোলাম রহমান বেগ। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস সুজাতা ব্যানার্জী ও তরুণ নস্কর।

কমরেড অমর দাস লাল সেলাম

আসমত জামিলের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির

সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস ১৬ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, এনপিআর, এনআরসি, সিএএ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বলিষ্ঠ নেত্রী আমাদের সকলের প্রিয় আসমত জামিল মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৫ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে আটটায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। রোগ যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে তিনি মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেত্রী হিসাবে গভীর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিলেন।

সমাজকর্মী আসমত জামিলের আহ্বানেই দিল্লির শাহিনবাগের অনুপ্রেরণায় পার্ক সার্কাস ময়দানে 'পার্ক সার্কাস স্বাধীনতা আন্দোলন ২.০' শিরোনামে ঐতিহাসিক লাগাতার অবস্থান শুরু হয়, যা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তাঁর মৃত্যুতে এই আন্দোলন অন্যতম জনপ্রিয়, নির্ভীক, মূল্যবোধসম্পন্ন এক নেত্রীকে হারাল। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

দাবি মানার প্রতিশ্রুতি আদায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছে। ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সকল কর্মী-সহায়িকাদের অবসরকালীন ভাতা দেওয়ার বিষয়টিও সরকারের ভাবনায় রয়েছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ইউনিয়নের উদ্যোগে পাঁচ হাজারের বেশি কর্মীর বিক্ষোভের জেরে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইউনিয়নের আরও দাবি কর্মরত অস্থায়ী মৃত কর্মীর উত্তরাধিকারীকে তিন লক্ষ টাকা বেতন, পি এফ পেনশন দিতে হবে। কর্মী থেকে সুপারভাইজার পদে উন্নীতকরণের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ করার বিষয়টিও সরকারের ভাবনায় রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এদিন রানি রাসমণি রোডে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস প্রমুখ। বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক মাধবী পণ্ডিত এবং রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র দেন জলি চ্যাটার্জী।

আরএমও নিয়োগে লাগামহীন দুর্নীতি
তীব্র প্রতিবাদ সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের

সম্প্রতি রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিসে আরএমও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে তা একথায় নজিরবিহীন। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর এম ডি/এম এস প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও কম যোগ্যতাসম্পন্ন সদ্য পাশ করা এমবিবিএস প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একাধিক বিষয়ে ইন্টারভিউতে বসার নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও কিছু প্রার্থীর নাম একাধিক বিষয়ে উঠেছে এবং নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়েছে। এমনকি একজন তেরটি বিভাগে আরএমও পদে নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এই সব সুবিধাভোগীরা অনেকেই সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি অথবা মন্ত্রীদের সন্তান-সন্ততি।

সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম এই সীমাহীন দুর্নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে এই অনিয়ম ও দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ এবং উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছে। মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ডাঃ সজল বিশ্বাস বলেন, স্বাস্থ্যভবনে স্বজন-পোষণের অভিযোগ বারবার করা হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তাকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য সচিবকে আবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বন্দিমুক্তি
মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি রাখেননি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৯ ফেব্রুয়ারি নিম্নলিখিত খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন।

মহাশয়া,

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টা নাগাদ শ্রী হরিসাধন মালি (৮৫) এসএসকেএম হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ২০০৬ সাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারাগারে বন্দি ছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেল থেকেই তাঁকে এসএসকেএম-এ ভর্তি করা হয়েছিল। এই প্রবীণ মানুষটি এর আগেও বারবার অসুস্থ হওয়ায় কারাগার থেকেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। এমনকি প্যারোলে মুক্ত হওয়ার পর এক সময় তাঁর পরিজনদের উদ্যোগে তাঁকে একটানা ২ বছরের বেশি সময় হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছিল। প্যারোলের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণে কারাগার কর্তৃপক্ষ ফেরত নেওয়ার উপযুক্ত মনে করেনি। কোভিড পরিপ্রেক্ষিতে যখন সরকার অন্য বন্দিদের মতো তাঁকে দীর্ঘ প্যারোলে মুক্তি দেয় তখনও প্যারোলের সময়সীমার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে তিনি জেলে ফিরে যেতে পারছিলেন না। পরিজনদের কোনও অনুরোধেই তখন জেল কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেনি, তাঁকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। জেলে ফিরে যাওয়ার পরেই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হল। সরকারের এই আচরণ কি খুব মানবিক বলে আপনি মনে করেন? আপনি সর্বদা যে মানবদরদের কথা বলেন, হরিসাধন মালির মতো অসুস্থ বৃদ্ধ রাজনৈতিক বন্দির প্রতি আপনার আচরণে কিন্তু তার প্রতিফলন পাওয়া গেল না।

আমরা আপনাকে জানিয়েছিলাম, বিগত জমানায় রাজনৈতিক কারণে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিপিএম মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে বহু এসইউসিআই(সি) নেতা-কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিল। হরিসাধনবাবু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আজ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে কোনও প্রতিবাদী কণ্ঠের বিরুদ্ধে এমন অগণতান্ত্রিক আচরণই করে চলেছে, যার বিরোধিতা আপনারাও করছেন। যাই হোক, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা সে কথা স্মরণ করিয়ে হরিসাধনবাবু সমেত অন্যদের মুক্তির দাবিতে কারামন্ত্রী, আইনমন্ত্রী সমেত আপনার দপ্তরে বারবার দরবার করি। রাজ্যপালের কাছে একই দাবিতে দরবার করলে তিনি সুপারিশ করে আপনাকে চিঠি লেখেন। কিন্তু কোনও অনুরোধেই কাজ হয়নি।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যে সমস্ত বন্দি ১৪ বছরের বেশি জেলে আছেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও জেল প্রশাসন যেন তাঁদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে একটি মামলা করে এবং যে সব দণ্ডিত বন্দি ১৪ বছরের বেশি জেলে আছেন তাঁদের মুক্তির বিষয়টি রাজ্য সরকারকে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশেও আপনার সরকার যদি কাজ করত তাহলে কি এমন ঘটনা ঘটত?

হরিসাধনবাবুর সাম্প্রতিক অসুস্থতা ও হাসপাতালে স্থানান্তরের পরে আমরা জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম, জীবনের শেষ কটা দিন যাতে তিনি আত্মীয়-পরিজনের কাছে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। সে কথায়ও কর্ণপাত করা হল না। আপনার সরকার এত নির্দয়, এত অমানবিক হতে পারে?

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুরোধ, অমানবিকতার এই প্রদর্শন বন্ধ করুন এবং আর কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে অবশিষ্ট রাজবন্দিদের মুক্তি দিন।

সাফাই কর্মচারীদের লাগাতার কর্মবিরতি

স্থায়ীকরণ সহ ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা, পিএফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, এলসিএম চালু সহ ১০ দফা দাবিতে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী সমিতি ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার কর্মবিরতির ডাক দেয়। পরদিন তাঁদের বিশাল বিক্ষোভে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের উপদেষ্টা এ আই ইউ টি ইউ সি দার্জিলিং জেলা ইনচার্জ কমরেড জয় লোধ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com